প্লাস্টিকের সুদূরপ্রসারী অনিষ্ট এড়াতে পাট ছাড়া গতি নেই

সিতাংশু সরকার

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ গড়ে বছরে প্রায় ১৭ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক ব্যবহার করে, ভারতে সে অপেক্ষা কমই বলতে হবে— ৫.০ কিলোগ্রাম। আমাদের দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ার প্রধান কারণ অন্য সমকাজে ব্যবহৃত পদার্থে থেকে দামে কম। তবে আশার কথা প্লাস্টিক ব্যবহারের বিপদ আজকের পৃথিবী অনুধাবন করতে পেরেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অশিক্ষা, দারিদ্র এবং উন্নতির আঞ্চলিক বৈষম্য চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এই মূল কারণগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক সমস্যার মতো প্লাস্টিকের সমস্যাও থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের এই আপাত অগ্রগতি, এই ক্ষণিকের উন্নয়ন কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চলেছে এক ভয়ঙ্কর পৃথিবীর পরিবেশ— যেখানে দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, অনিয়মিত প্রতিকূল আবহাওয়া, জীববৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ বিনাশ ও রোগ ব্যাধি জর্জরিত ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক মানব সমাজ। প্লাস্টিকের ব্যবহারের এক বড় অংশ হল প্লাস্টিকের ব্যাগ। এই ব্যাগ প্রায়শই একবার মাত্র ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। একে সঠিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা হয় না। যা মাটিতে মিশে দীর্ঘস্থায়ী দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং পোড়ানো হলে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। এই বিষাক্ত গ্যাসে ডাইঅক্সিন নামে— এক মারাত্মক রাসায়নিক থাকে, যা কিনা কর্কট রোগ, হরমোনের অসাম্য ও মানুষের অন্যান্য রোগের কারণ। প্লাস্টিকের উপাদানে অনেক সময় সীসা ও ক্যাডমিয়াসের মতো ভারী ধাতুও মিশে থাকে। প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে এগুলি ছাইয়ে পরিণত হয় এবং মাটি ও জলে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সীসা নার্ভের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয়। ক্যাডনিয়াম কিডনির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এতে সন্দেহ নেই।

তাহলে প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প কি? অবশ্যই পাটের ব্যাগ— যাকে পলিথিনের বিকল্প শুধু নয়, তার থেকে অনেক ভাল কিছু বলে ভাবা যেতে

পারে। পাটের ব্যাগ তৈরিতে যে পাটের অংশ দরকার হয়— তা উৎপাদনের জন্য পাট চাষ করতে হয়। সারা পৃথিবীতে প্যাকেটজাত করার জন্য যোগ্য পাটের ব্যাগের চাহিদা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করার যোগ্য পাটের ব্যাগের ব্যবহার প্রায় ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোকো, কফি, চা, কলা, চিনি, চাউল, আলু, বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও মশলার প্যাকেট তৈরির জন্য প্রায় ৫২৩০ কোটি পাটের চাহিদা হতে পারে। বিশেষতঃ পুরোপুরি জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন কোকো, কফি, কলা, চিনি ও চায়ের প্যাকেটজাত করণের জন্য এই ধরনের পাটের ব্যাগর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে। অম্লতাকরণের ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক ও জৈব প্লাস্টিক পাটের ব্যাগের তুলনায় অনেক ক্ষতিকর। এক কিলোগ্রাম সালফার ডাই অক্সাইডের ১.০৯%। সেই তুলনায় পাটের ব্যাগের অম্লতাকরণের মাত্রা নগণ্য। ব্যবহারের শেষে প্লাস্টিক বা জৈব প্লাস্টিকের আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে, তুলনায় পাটজাত ব্যাগের এ ধরনের কোনও সমস্যা নেই— প্রকৃতিতে সহজেই মিশে যায় এবং কোনও দূষণের কারণ হয় না। পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমানো ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি এবং সকল স্তরে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কিছুদিন আগেই ফিলিপিন্সের ম্যানিলা শহরে ভয়ঙ্কর বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়— যার কারণ হিসাবে প্লাস্টিকের ব্যাগকেই দায়ী করা হয়েছে। সে দেশের সরকার দ্রুত এর প্রতিকারের চেষ্টা করেছে এবং ম্যানিলা শহরে প্লাস্টিক, জৈব প্লাস্টিক ও ফোম জাত প্যাকেটের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই নিষেধ কার্যকরী করার জন্য সব ধরনের প্রয়াস করেছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশের রাঁচি জেলার প্রশাসন পলিথিনের ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা সর্বত্র হওয়া দরকার। তবে আইনত এই পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টাই যথেষ্ট হবে না— প্রকৃত পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে ও প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে পাটজাত বা ওই ধরনের পরিবেশ সহায়ক জিনিসকে গ্রহণ করার প্রকৃত আগ্রহ তৈরি হবে।

***লেখক** - প্রধান বিজ্ঞানী, শস্য বিজ্ঞান ও ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী, কৃষি সম্প্রসারণ শাখা*

কেন্দ্রীয় পাট সংস্থা, ব্যারাকপুর